জামায়াতকথন

হাসান

১৭।০৯।২০০৫

আজকের পত্রিকাতে একটি খবর ছাপা হয়েছে।আমি অন্যান্য আরো কিছু পত্রিকা দেখেছি যেখানে প্রায় সব কটির শিরোনাম-ই একরকম।শিরোনাম না থাকলেও খবর টির বিস্তারিত অংশে কোন না কোন জায়গায় জামায়াত বা শিবির শব্দটি চলে এসেছে। যারা এই শিরোনামটি জানেন না তাদের জ্ঞাতার্থে তা এখানে উল্লেখ করছি:**‘‘জামায়াত নেতার বাড়ি থেকে বোমা তৈরির বিপুল সরন্জাম উদ্ধার‘‘[দৈনিক প্রথম আলো]**।

পত্রিকাতে একটি খবর ছাপা হলে-ই সেটা সত্যি হয়ে যায় না।তার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সবসময় সব খবর কে সত্যিকার অর্থে ধরে নিয়ে তার উপর বড় একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে সেটার কোনো অর্থ নেই।

কিন্তু এই খবরটার সত্যতা যাচাই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে জামায়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। খুব ছোট একটি উদাহরণ দিয়ে খবরটার সত্যতা যাচাই করা যায়। যেসব পত্রিকায় খবরটি ছাপা হয়েছে তারা খুব ভাবনা চিন্তা করে খবরটি ছাপিয়েছেন।লক্ষ লক্ষ কপি তারা ছাপাবেন এবং সেটা লক্ষ লক্ষ মানুষ চোখের নিমিষে পড়ে ফেলবে এই চিন্তাটা তাদের মাথায় নিশ্চয়ই ছিল(ইন্টারনেটের জন্য সেটা কোটি কোটি ও হতে পারে)।সুতরাং প্রধান শিরোনাম করার আগে তাদের অনেক বিষয় চিন্তা করতে হয়েছে,যেখানে সত্যিকার খবর আমাদের হাতে তুলে দেওয়া-ই তাদের উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার বিশ্বাস।যেহেতু সব পত্রিকা একসাথে পরিকল্পনা করে জামায়াত শব্দটি ব্যবহার করেনি তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে খবরটা আসলে-ই সত্যি একটি খবর, যেখানে সত্যি একটি ঘটনাকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ এর জন্য প্রধান শিরোনাম করে ছাপানো হয়েছে।(দৈনিক ইনকিলাব এ এই সংক্রান্ত খবরটিতে কেন জানি খুব সুকৌশলে জামায়াত বা শিবির শব্দ দুটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দিবেন কেন?)

আমার জন্ম ১৯৭১ সালে নয়।তবুও আমি জানি[এবং অনুভব করতে ও চেষ্টা করি] সেই সময় টা বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিরকম ছিল।তারা কিভাবে ঐ সময়ে সবাই এক হয়ে এক অসম যুদ্ধে নেমে এই দেশকে স্বাধীন করেছে,আমাকে এই কথাগুলো বলার সুযোগ করে দিয়েছে।ঠিক ঐ এক-ই সময় এই দেশে একটি দল ছিল যার নাম জামায়াতে ইসলামি।তারা খুব পরিকল্পিত ভাবে,ঠান্ডা মাথায় এই দেশের মানুষ দের ধরে ধরে হত্যা করছিল। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা এই দেশের মানুষকে কুকুর বিড়ালের মতো হত্যা করেছে।সেই সময়ে যারা ছিলেন, যারা তাদের ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছেন,যারা কোন না কোনভাবে

তাদের নৃশংসতার শিকার হয়েছেন তাদের বুকের ভিতর কি পরিমাণ কষ্ট,কি পরিমাণ বেদনা কেউ কি কখনো তা পরিমাপ করে দেখেছে?

আমি জানি না কি করে ক্ষমতার লোভ একজন মানুষকে রাতারাতি এত পাল্টে ফেলতে পারে।আমাদের প্রধান ২ রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে এই জামায়াতে ইসলামি-র সাহায্যে নিয়েছে। জামায়াতে ইসলামি দলটিকে আমি যতটুটু ঘৃণা করি সেই ঘৃণার খানিকটা অংশ আমি এই ২ দলের ২ জন নেত্রীর জন্য আমার মনের মাঝে রেখে দিতে চাই।আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি ঘৃণার অনুভূতি খুব বিচিত্র অনুভূতি।একজন মানুষ যখন আর একজন মানুষ কে ঘৃণা করতে শুরু করে তখন সেই ঘৃণীত মানুষটা হচ্ছে অসহায় একটি প্রাণী।তার কিছু করার নেই।ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা পাওয়া যায়,স্নেহ দিয়ে স্নেহ পাওয়া যায়,কিন্তু ঘৃণার জন্য নিশ্চয়ই এরকম পরিপূরক কোনো ব্যাপার নেই।এই ব্যাপারটি হঠাৎ করে আরম্ভ হয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে ই থাকে।

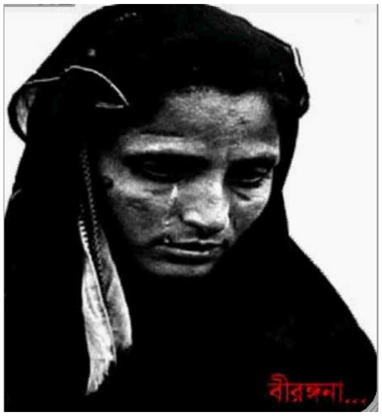

আমি জানি জামায়াতে ইসলামি দলটি একটি রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনে অংশ নিয়েও তারা ভোট পেয়ে থাকে।আমাদের দেশের মানুষ অধিকাংশ-এ ধর্মভীরু।ধর্মের নামে যদি ১৭ ই আগষ্ট এর মত ঘটনা ঘটানো যায় সেখানে জামায়াতে ইসলামি যারা কিনা একটি রাজনৈতিক দলের লাইসেন্স নিয়ে ঘুরছে তারা নির্বাচন করবে এবং ভোট পেয়ে সংসদে দাড়িয়ে জোর গলায় বক্তৃতা দিবে সেটা-ই স্বাভাবিক।এই দেশের মানুষ যেখানে ২ বেলা নিশ্চিন্তে অন্ন জোটানো নিয়ে ব্যস্ত থাকে,যারা প্রতিবার নির্বাচনের সময় অনেক আশা নিয়ে ভোট দেয়,যারা ধর্মভীরু,তাদের যদি এত সহজে ধর্মের নামে বশ করা না যায় তাহলে আর কাদের করা যাবে?

আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে একটি সংবাদ সম্মেলন করে এই দলের নেতারা জাতির সামনে তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন।অন্তত একজন মাঠকর্মী হলেও।এইটুকু নৈতিক জোর তাদের আছে কি?

অনেককে আমি বলতে শুনি-''কি হবে আর অতীত কে (১৯৭১) নিয়ে ঘাটাঘাটি করে''।যারা এই কথাটি বলেন তাদের খুব ভাল ভাবে বুঝতে হবে ১৯৭১ সালের অতীত এই দেশের মানুষের কিছু সম্মিলিত অনুভূতির প্রকাশ।দেশের জন্য এই অনুভূতির অতীত কে আমাদের সম্মান জানাতে হবে।এই অতীত গর্বের,এটি এত স্পষ্ট যে আজ ৩৪ বছর পরেও আমরা দেশের ১৪ কোটি মানুষ ১৬ ডিসেম্বর নামক একটি দিন পালন করি।অন্য অনেক বিষয় নিয়ে আমাদের মাঝে বিভক্তি থাকতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের মাঝে কোন বিভক্তি নেই।ঠিক ৩৪ বছর আগে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন,সেরকম রাজাকার,আল-বদর এরকম আরো অনেকে ছিলেন।যাদেরকে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান করি,যারা রাজাকার তাদের আমি সেরকম ভাবে ঘৃণা করি। আজ ৩৪ বছর পরে ও যখন আমি দেখি একটি গৌরবময় অতীত কে স্মরণ করে হাজার হাজার মানুষ স্মৃতিশৌধে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেয় তখন সেই সময়টা আমার মনের মাঝে চলে আসে।আমি মনে করতে চাই না কিন্তু আমার একই সাথে মনে পড়ে জামায়াতে ইসলামি নামের একটি দলের কথা।এত সুন্দর একটি অতীত একই সময় আনন্দ ও বেদনার, একে নিয়ে ঘাটাঘাটি না করলে আর কি নিয়ে ঘাটাঘাটি করব?

একটা ছোট গল্প বলে শেষ করব।একটি গ্রামে একজন খুব বিখ্যাত চোর ছিল।লোকজন সবাই তাকে একনামে চেনে।কালক্রমে সে বুঝতে পারল যে চুরী করাটা খারাপ এবং গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সামনে নাকে খত দিয়ে চুরী করাটা ছেড়ে দিল।

কিছুদিন বাদে-ই সেই গ্রামে আবার চুরী আরম্ভ হল। লোকজন অস্থির। কাউকে বলে দিতে হয়নি কিন্তু সবাই সন্দেহ করা শুরু করল সেই চোরটাকে যে কিনা নাকে খত দিয়ে ভালমানুষ হয়ে গিয়েছে।কি দরকার ছিল তাকে সন্দেহ করার? সে তো ভাল হয়েই গিয়েছে।কিন্তু তার স্বভাব যে আগের মতোই থেকে যায়নি সেটা নিশ্চয়-ই কেউ হলফ করে বলতে পারে না।

আমি এতক্ষন যা কিছু বলেছি তাকে কেউ কেউ অতিশয়োক্তি বলতে পারেন।

তাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ যুক্তির মাধ্যমে আমার এই অতিশয়োক্তি-কে ভুল প্রমাণ করুন।যদি প্রমানিত হয় আমি একটি ভুল চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে এতগুলো কথা বলেছি,সেটা আমার বা আপনার জয় নয়।

সেই জয় একটি দেশের জয়।

সেই জয় বাংলাদেশের জয়।

massnoon.hasan@gmail.com
http://jonotardabi.cjb.net